প্রস্তাব নং: ০১

বিষয়: শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০২২ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান সময়ে দেশের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পতিত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে পাঠদান ও পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ সহ যেসব ঘাটতি হয়েছে তা পূরণে তেমন কোন ব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া হয়নি। বরং আমরা লক্ষ্য করছি যে, সপ্তাহে ১দিনের পরিবর্তে ২দিন ছুটি বর্ধিত করে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে পরোক্ষভাবে বিরত রাখা হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে মাদকাসক্ততা ও কিশোর গ্যাং সহ বিভিন্ন কিশোর অপরাধের মাত্রা।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া নতুন শিক্ষানীতিতে এসএসসি পরীক্ষায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, দাখিল পরীক্ষায় আরবি ১ম ও ২য় পত্র এবং এইচএসসিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইসলাম শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সিলেবাসও সংকুচিত করা হয়েছে। সংকুচিত করা হয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষাও। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার পথ রূদ্ধ হয়ে আসবে অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্ব থেকে পিছিয়ে পড়বে।

সারাদেশের ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে তটস্থ থাকে নিরীহ ছাত্র- ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর গণরুম কালচার ও টর্চার সেলে নিয়মিত নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রশাসনের নাকের ডগায় ছাত্রলীগের ছাত্র নির্যাতন চললেও তারা নির্বিকার থাকে। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলে মোট অর্ধশত টর্চার সেল রয়েছে। এমন টর্চার সেল ছাত্রলীগ প্রতিটি ক্যাম্পাসেই কায়েম করেছে। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে হত্যা করা হয়েছিল এরকম টর্চার সেলের মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী আখতারুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থী আবু তালিবকে নির্যাতন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বোটানিক্যাল গার্ডেন এলাকায় ছাত্রলীগ কর্তৃক ২জন ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। সম্প্রতি ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রলীগ সভানেত্রীর টর্চার সেলে ছাত্রী নির্যাতনের খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের আজকের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০২২ সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে যে,

দেশের অস্থির ক্যাম্পাসগুলোর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এসএসসি পরীক্ষায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং দাখিল পরীক্ষায় আরবি ১ম ও ২য় পত্র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সকল প্রকার শিক্ষা সামগ্রীর দাম কমিয়ে শিক্ষা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তাব নং: ০২

বিষয়: শোক প্রস্তাব

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০২২ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের যারা এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের মাঝে অন্যতম হলেন-

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর মাও: মুহাম্মদ শফিক উদ্দীন, ছাত্র মজলিসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও খেলাফত মজলিসের যুগ্ম-মহাসচিব শেখ গোলাম আসগর, নায়েবে আমীর মাওলানা মুজিবুর রহমান পেশওয়ারী, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মাওলানা খলীলুর রহমান হামীদী, মাওলানা হারুনুর রশিদ, সৈয়দ আতাউর রহমান, ছাত্র মজলিসের সিলেট জেলা সাবেক সভাপতি ও খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ নজরুল ইসলাম, কে এম আইয়ূব আলী- খুলনা, মাস্টার শফিউল আলম, ছাত্র মজলিস সিলেট জেলা প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ও খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মাওলানা আইয়ুব আলী, ছাত্র মজলিস কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরষদ সদস্য ও বরিশাল মহানগরী সাবেক সভাপতি অধ্যাপক এটিএম মুজাহিদুল ইসলাম, খেলাফত মজলিস কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য এডভোকেট হেলাল উদ্দিন, ছাত্র মজলিস কক্সবাজার শহর শাখার সভাপতি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, খেলাফত মজলিস মানিকগঞ্জ জেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদ, মগবাজার ট্র্যাজেডিতে নিহত দাবানল শিল্পীগোষ্ঠীর উপস্থাপক মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে সবার জন্য রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আমরা আরো শ্রদ্ধার সাথে আরো যাঁদের স্মরণ করছি তারা হলেন- হেফাজতে ইসলামের সাবেক আমীর ও হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী, আল্লামা জোনায়েদ বাবুনগরী, মাওলানা আবদুল হালিম বুখারী, আল্লামা নুর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা আবদুস সালাম চাটগামী, মাওলানা নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে সবার জন্য রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

এছাড়া গত ৪ জুন রাতে সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড, মগবাজারের এসি বিস্ফোরণ ও পটুয়াখালীর লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহত সকল ব্যক্তিবর্গের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রস্তাব নং ৩

বিষয়ঃ সামাজিক অস্থিরতা ও অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০২২ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দেশে সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসাথে অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন দেশকে গভীর ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ হলো দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পরকিয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য। করোনা পরবর্তী এ সংকটকালীন সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ সকল ধরনের পণ্যের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে চলছে। করোনা মহামারি ও বন্যা সাধারণ মানুষকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলেছে। সেই ধকল কাটিয়ে উঠার আগেই বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের এই লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন- যাপনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাংকের সাথে দেশীয় মুদ্রা মানের নিম্নগামীতার ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সেই সাথে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। আর তার প্রভাব পড়েছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। শ্রমিক ও চাকুরিজীবি মানুষের আয় না বাড়ার ফলে উচ্চ মূল্যের বাজারে পরিবারের ভরণপোষণ নাভিশ্বাস উঠেছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা।কেউবা তা কাটিয়ে উঠার জন্য ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ভবঘুরে জীবনযাপন করছেন।

সমাজের এই অস্থিরতার আরেকটি কারণ হচ্ছে অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। ইসলাম শালীন ও তাকওয়াপূর্ণ পোশাকের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। সম্প্রতি হাইকোর্টে শালীন পোশাকের পক্ষে মতামত দেয়ার পর থেকে একশ্রেণির উগ্র সেক্যুলার গোষ্ঠী অশ্লীলতার পক্ষে মাঠে নেমেছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিশোর অপরাধ ও কিশোর গ্যাংয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে এদেশে কোরিয়া থেকে বিটিএস নামক সমকামী একটি সংগঠনকে নিয়ে আসার প্রস্তুতি চলছে। ভারতীয় অর্ধনগ্ন নায়িকাদের কনসার্টের আয়োজন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে লোডশেডিংয়ের কারণে রাত ৮টার মধ্যে সবকিছু বন্ধের নির্দেশ দিলেও সিনেমা হলগুলো খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।সেন্সরবোর্ডের মাধ্যমে আটকে পড়া অনেক সিনেমা সম্প্রতি মুক্তি দেয়া হয়েছে।মোটকথা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্লীলতার একধরণের ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে যা আমাদের যুব সমাজের ধ্বংসের কারণ।এছাড়াও ফেসবুক, টিকটকের মত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অপব্যবহার, পর্ণোগ্রাফী ওয়েবসাইট আমাদের উঠতি বয়সী কিশোর- কিশোরীদের নৈতিক চরিত্রগঠনে বাধাগ্রস্থ করছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০২২ জোর দাবি জানাচ্ছে যে, সামাজিক অস্থিরতা রোধে শীগ্রই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ ও অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে প্রশাসনকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। অশ্লীল নাটক, সিনেমা ও কনসার্ট বন্ধ করতে হবে।